তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাবি'তে অপ্রীতিকর ঘটনা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পার্শ্ববর্তী মেহেরচণ্ডী গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্র, গ্রামবাসী ও পুলিশ মিলাইয়া কয়েকশত ব্যক্তি আহত হইয়াছে। কাহারও কাহারও আঘাত খুবই গুরুতর। পরিস্থিতির এতদূর অবনতি হইয়াছে যে, পুলিশ ব্যর্থ হওয়ায় বিডিআর তলব করিতে হইয়াছে। গোটা বিষয়টি অতিশয় দুঃখ ও লজ্জাজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেদের বর্তমান অবস্থা ও তাহাদের ভাবীকালের ভূমিকা ভুলিয়া কিভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়? একইভাবে মেহেরচণ্ডী গ্রামের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দেশের নানা জায়গা থেকে আগত মেধাবী তরুণদের উপর লাঠি-পাটকেল লইয়া চড়াও হয়? ঘটনাটি দুই পক্ষের জন্যই ঘোরতর অন্যায় ও নিন্দনীয়। মেহেরচণ্ডী গ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের প্রতি যতটা সহানুভূতি ও মমতা প্রত্যাশিত তাহার অভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। রাবি'তে ১৯৮৬ সালেও এক সংঘর্ষে গ্রামবাসীদের হাতে তিনজন ছাত্র নিহত হইয়াছিল। এইবারের সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নাই। তবে ঘটনার বিস্তার ও ভয়াবহতা দৃষ্টে মৃত্যুর আশঙ্কাও মনে জাগে।

ঘটনার সূত্রপাত কিভাবে হইয়াছে সেই সম্পর্কে দুইটি ভাষ্য রহিয়াছে। একটি ভাষ্যে বলা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের একজন ছাত্রের সহিত পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলের ম্যানেজারের মধ্যে খাবার বিল লইয়া বচসা হয় হোটেল ম্যানেজার এক পর্যায়ে ছাত্রটিকে চড় মারিলে ছাত্ররা তাহাদে সহশিক্ষার্থীর সমর্থনে আগাইয়া আসে। পক্ষান্তরে মেহেরচণ্ডী গ্রামের অধিবাসীর বিষয়টির মীমাংসা করিয়া দেওয়ার বদলে হোটেল ম্যানেজারের পক্ষ লয় পরিণামে সমঝোতা ও মীমাংসার বদলে এই দুঃখজনক পরিণতি ঘটে। অপ ভাষ্যমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্রশিবির চণ্ডী গ্রামের মসজিদে দলী প্রচারণা চালাইতেছিল। স্থানীয় ছাত্রলীগ এই প্রচারণায় বাধা দেয় এব গ্রামবাসীরা দলাদলিতে জড়াইয়া পড়ে। কোন ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া সংঘ শুরু হইয়াছে কিংবা দুইটি ঘটনাই সংঘর্ষের কারণ কিনা অনুসন্ধানে তাহা জা যাইবে। তবে সংঘর্ষের কারণ যাহাই হউক না কেন তাহা মোটেই অভিপ্রে নহে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিয়া শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের জন্য পুলিশে পাশাপাশি বিডিআর নিয়োগ করা হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি অচিরে বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরি আসিবে। তবে এই ধরনের ঘটনা যেহেতু প্রথমবারের মতো ঘটে নাই সেহে ভবিষ্যতের কথাও ভাবিতে হয়।

স্থানীয় জনগণ ও ছাত্র সমাজকে ইহা পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে, তাহারা কে কাহারও প্রতিপক্ষ নহে। তাহাদের কাজ পড়াশোনা করা, সুশৃঙ্খল ও স জীবনযাপন করা এবং স্থানীয় জনগণের প্রতি শোভন আচরণ ও সশ্রদ্ধ মনোভা প্রদর্শন করা। স্থানীয় জনগণকেও এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে যে তাহাদে এলাকায় অবস্থিত হইলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ এক বিদ্যাপীঠ। এইখানে দেশের সকল অঞ্চলের এমনকি বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন ও গবেষণা করে। তাহারা মর্যাদায় উচ্চ পর্যায়ভুক্ত এবং সেইরূ আচরণই এলাকাবাসীদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন। এই পারস্পরি বোঝাপড়া পরিস্থিতিকে শান্ত ও সৌকর্যমণ্ডিত রাখিতে পারে। অন্যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রতিনিয়ত সজ ও সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে ছাত্র সমাজ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া সংঘাত না বাধে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রতিরোধের ব্যবস্থা লইতে হইবে। আলোচ্য দুইটি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণ ও ছাত্র সমাজে মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন যা ভবিষ্যতে সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টির আশঙ্কা দূর করিতে পারে।